বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

প্রশ্ন ▶১ আতাউরের এলাকায় অনেক ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষি রয়েছে। মৌসুমি বেকারত্ব দূর করার জন্য তাদের এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য পুরো পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন— পুল নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ কাজে বেকার চাষিরা অংশ নেয়। এ কাজ করে চরম খাদ্য সংকটের সময় এলাকার দরিদ্র কর্মহীন মানুষ খাদ্যের সংকট দূর করতে পারে। কিন্তু আতাউর মনে করে গ্রামের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় গুরত্বপূর্ণ। ◀ *শিখনফল: ৩ ও ৫*

ক. BRAC এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. সামাজিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে এলাকাবাসীর জন্য যে ধরনের কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হয়েছে এ ধরনের একটি কর্মসূচির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. সামাজিক উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সম্পর্কিত আতাউরের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফজলে হাসান আবেদ।

খ সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে অন্যতম প্রধান সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া। সামাজিক উন্নয়ন সমাজের সার্বিক কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, যা সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে জনগণের নিকট প্রত্যাশিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমাজে যদি কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে তাহলে পেশা কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে। আর পেশা কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে সার্বিকভাবে সামাজিক সম্পর্ক, প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে।

গ উদ্দীপকে এলাকাবাসীর জন্য সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারি সংস্থা বলতে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন যেসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে বুঝায়। সরকারি সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, আতাউরের এলাকায় বেকারত্ব দূর করার জন্য এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেহেতু উন্নয়ন কর্মসূচিটি সংসদ সদস্যের দ্বারা পরিচালিত হয় সেহেতু আমরা বলতে পারি কর্মসূচিটি সরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। সরকারি সংস্থাসমূহ দেশের উন্নয়নে নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কুমিল্লা সমবায় সমিতি। পল্লি উন্নয়ন একাডেমির পরিচালনায় কুমিল্লা সমবায় সমিতি ১৯৬০ সালে চালু করা হয়। এটা দু'স্তরবিশিষ্ট সমবায় সংগঠন। প্রাথমিক স্তর গ্রাম ও দ্বিতীয় স্তর থানা পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রাম এর কেন্দ্রবিন্দু। কুমিল্লা সমবায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো এরকম দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় সংগঠন; কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন; উৎপাদনমুখিতা; যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; মূলধন গঠন ও ঋণদান; প্রশিক্ষণ ও কৃষি সম্প্রসারণ; কৃষিপণ্যের তদারক; সাপ্তাহিক বৈঠক এবং পল্লি অঞ্চলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি। কুমিল্লা সমবায় সমিতি নানা প্রতিকূল ও জটিলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পল্লি উন্নয়নে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে।

ঘ সামাজিক উন্নয়ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। আতাউরের এ বক্তব্যটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সরকারের কাছ থেকে প্রকল্প অনুমোদন ও কর্ম এলাকা নির্ধারণ করে নিতে হয়। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন।

বেসরকারি সংস্থাসমূহ নিজের অর্থ সংগ্রহ দেশি ও বিদেশি সংস্থা হতে অনুদান, চাঁদা ইত্যাদি সরবরাহ ও বাজেটে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। তাই সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার অনুমোদিত এনজিওসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান প্রদান করে। এতে সংস্থাসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নতুন কর্মসূচি গ্রহণ এবং অধিক সেবা প্রদান সম্ভব হয়।

সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি যেমন- দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় অতীব জরুরি। সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া সমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রোধ সহজ হয়। বাস্তবায়িত সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রমের সফলতা, ব্যর্থতা, ত্রুটি ও মূল্যায়নের অন্যতম উপায় হচ্ছে সমন্বয়।

প্রশ্ন ▶২ জনাব 'খ' ১৯৫৯ সালে কুমিল্লা জেলায় একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। যার অন্যতম কাজ ছিল, সমাজ সম্পর্কে জরিপ করা, টার্গেট গ্রুপকে প্রশিক্ষণদান এবং পল্লির জনগণকে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে এটির আদলে সারাদেশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব 'খ'-এর প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক দ্বারা নির্দেশকৃত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে পল্লি উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমের পথ প্রদর্শক- বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো– Non Government Organization.

খ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গ্রামের সব শ্রেণি বা স্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নকে বোঝায়। অর্থাৎ শ্রেণি, বর্ণ ও স্তরভেদে গ্রামের সব মানুষের জীবনধারণের মানের সমান উন্নয়ন ঘটলে তাকেই গ্রামীণ উন্নয়ন বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, গ্রামীণ মানুষের সমভাবে আয় ও জীবন ধারণের মান উন্নয়নের মাধ্যমেই গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে জনাব 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমির কথা বলা হয়েছে।

পল্লি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় পল্লি উন্নয়ন একাডেমি স্থাপন করেন। এ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন কুমিল্লা মডেলের রূপকার বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ সংস্থা 'বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি' নামে পরিচিতি লাভ করে। সামাজিক উন্নয়নে এ সংস্থার গৃহীত কর্মসূচিগুলো হলো— কৃষি উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লি কর্মসূচিসহ পল্লি উন্নয়নে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দান। পল্লি অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ কাজ চালানো ছাড়াও পল্লি জনগণকে সুসংগঠিত করা যাতে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম হয়।

অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, জনাব 'খ' ১৯৫৯ সালে একটি জেলায় একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। একাডেমির অন্যতম কাজ হলো সমাজ সম্পর্কে জরিপ করা, টার্গেট গ্রুপকে প্রশিক্ষণ দান এবং পল্লি জনগণকে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি। পাঠ্যবইয়ের পল্লি উন্নয়ন একাডেমির সাথে জনাব 'খ' এর একাডেমি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় বলা যায়, উদ্দীপকে পল্লি উন্নয়ন একাডেমির কথা বলা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি বাংলাদেশে পল্লি উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কার্যক্রমের পথ প্রদর্শক– আমি এ বক্তব্যটির সাথে একমত।

প্রাথমিক সাফল্য অর্জনের পর পল্লি উন্নয়ন একাডেমির পরিচালনায় ১৯৬০ সালে 'কুমিল্লা সমবায় সমিতি' চালু করা হয়। কুমিল্লা সমবায় সমিতির অন্যতম কর্মসূচি ছিল, কৃষকদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা, মূলধন গঠন এবং ঋণদান করা। স্বাধীনতার পর কুমিল্লা সমবায় সমিতির কর্মসূচি সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১৯৭২ সালে গঠন করা হয় 'বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড'। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী নানা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পল্লি উন্নয়ন একাডেমির সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একে একে বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এসব সংস্থার মধ্যে ব্র্যাক ১৯৭২ সালে, আশা ১৯৭৮ সালে, প্রশিকা ১৯৭৬ সালে এবং গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পল্লি উন্নয়ন একাডেমি অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে। শুধু তাই নয়, অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানগুলো পল্লি উন্নয়ন একাডেমিকে অনুসরণ করে।

এছাড়াও কৃষি উন্নয়ন, বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লি কর্মসূচিসহ পল্লি উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারি, বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দান করে পল্লি অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের পথপ্রদর্শক হিসেবে 'পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)' মূল ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶৩ **কর্মসূচী-১:** মি. আ. উচ্চশিক্ষা শেষে বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রাম ও থানাকে দুই স্তরে বিভক্ত করে কৃষকের সংগঠন করে উৎপাদন ও কৃষির সম্প্রসারণ করেন।

কর্মসূচি-২: দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে গ্রামীণ কৃষকদের রক্ষার জন্য মি. ইউ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে বিনা জামানতে ঋণদান করেন। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. BARD-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. NGO বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কর্মসূচি-১-এর আদলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কর্মসূচি-২-এর আদলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের উন্নয়নের জন্য কীভাবে ভূমিকা রাখছে? মূল্যায়ন করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক BARD-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Academy of Rural Development.

খ NGO হলো Non-Government Organization.

সহজ অর্থে, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বলতে কোনো অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বোঝায়, যা উন্নয়ন সহযোগিতা অথবা শিক্ষা ও নীতিগত কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকে। NGO বলতে বোঝানো হয় সেইসব সংস্থাকে যেগুলো উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে।

গ উদ্দীপকে কর্মসূচি-১ এ বর্ণিত হয়েছে মি. 'আ' উচ্চশিক্ষা শেষে বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রাম ও থানাকে দুই স্তরে ভাগ করে কৃষকদের সংগঠন করে উৎপাদন ও কৃষির সম্প্রসারণ করেন যা কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান কার্যাবলি হলো-

গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রামের সম্পদের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা। কৃষি পদ্ধতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ঋণ ও উপকরণ সরবরাহ করা। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও গুদাম নির্মাণ করা। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করা। গ্রামের কৃষকদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন

করা। সমবায়ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন করা।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সমিতি গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে দেখা যায়, কর্মসূচি-২ এ দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে গ্রামীণ কৃষকদের রক্ষার জন্যে মি. 'ইউ' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করে বিনা জামানতে ঋণদান করেন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের মানুষ অধিকাংশই দরিদ্র। অভাব-অনটন রোগ-ব্যাধিসহ বিভিন্ন কারণে অর্থের প্রয়োজনে হাত বাড়ালে কেউ এগিয়ে আসে না। গরিব মানুষকে কেউ ধার দেয় না। এ ধরনের মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে অভাব মোচনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদান করে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসাধ্য সম্পদ নিয়ে ত্রাণ ও পুনবার্সনে এগিয়ে আসে। দেশ ও জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো সুদূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করছে। বিশেষ করে অসহায় শিশু ও নারী-পুরুষের মাঝে এসব কার্যক্রম সচেতনতা ও দক্ষ নাগরিক সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে জনগণের মধ্যে ওষুধ বিলি করে।

পরিশেষে বলা যায়, কর্মসূচি-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের মতো এ ধরনের NGO বা বেসরকারি সংস্থা সমাজের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৪

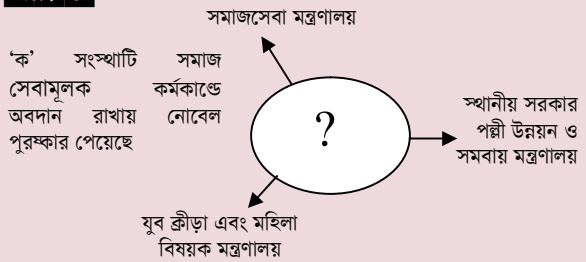

◀ *শিখনফল: ৪ ও ৫*

ক. বাংলাদেশে কয় ধরনের NGO কর্মরত আছে? ১

খ. সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' যে ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা ঐ ধরনের সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' এর '?' কোন ধরনের সংস্থা সনাক্ত কর এবং দুই ধরনের সংস্থার কাজের সমন্বয় ঘটলে সমাজ কতটা উপকৃত হবে বলে তুমি মনে কর? তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের NGO কর্মরত আছে।

খ সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা।

কোনো দেশ বা জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে যদি সমাজের মানুষের মাঝে সচেতনতা না তাকে তাহলে সকল উন্নয়নই বৃথা। যে সমাজের মানুষ বেশি সচেতন, সে সমাজ তত বেশি দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। সচেতনতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গ 'ক' হলো একটি বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা। এরূপ সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। তাই ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা খুবই ইতিবাচক। তারা জনসংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশ প্রতিনিয়ত খরা, ঝড় জলোচ্ছ্বাস, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এক্ষেত্রে সরকার একা এসব সংকট মোকাবিলা করতে পারে না। এ অবস্থায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধার কাজে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও অনেক বেসরকারি সংস্থা বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ 'খ' এর '?' হলো সরকারি সংস্থা। যে কোনো কাজে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কাজের সমন্বয় ঘটলে সমাজ অনেক উপকৃত হবে হবে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার সম্পর্কের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দমূলক ও আস্থাশীল সম্পর্ক স্থাপন করা অপরিহার্য। সরকার জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমস্যার সমাধান ও দেশব্যাপী তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করে। অপরদিকে, বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারের জাতীয় নীতির আলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বেসরকারি সংস্থা স্থানীয় জনগণের চাহিদা চিহ্নিত করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারি সংস্থা এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় প্রধান নীতি কৌশল, আর্থিক ভিত্তি, বড় অবকাঠামোগত বিনিয়োগে প্রযুক্তিগত সহায়তা গড়ে তুলতে পারে।

এ দুই ধরনের সংস্থায় কাজের সমন্বয়ের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, শিষ্টাচার হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানসহ কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়ন হবে এবং প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ মোকাবিলা করা সহজতর হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান যেকোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ১

'X' সংস্থা	'Y' সংস্থা
১. আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। ২. একাধিক সূত্র থেকে তহবিল পেয়ে থাকে। ৩. সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।	১. স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল। ২. আইনগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৩. সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. পেশাগত কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে সমাজে কী ঘটবে? ১

খ. উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন প্রত্যয় দুটি সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. 'X' সংস্থার বৈশিষ্ট্য দিয়ে কীরূপ সংস্থার পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছকে প্রদর্শিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া 'Y' সংস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশাগত কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে সমাজে সার্বিকভাবে সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠান তথা- সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে।

খ ১৯৪৯ সালের ২০ জানুয়ারিতে যুক্ত হয় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রত্যয় দুটি।

প্রেসিডেন্ট ট্রুমান প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার নেওয়ার দিন ঘোষণা করেন, অনুন্নত এলাকার উন্নতি বিধান এবং প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পগত অগ্রগতি সুবিধার ওপর ভিত্তি করে আমরা অবশ্যই সাহসী নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করব। এভাবে উন্নয়ন শুরু হলেও ঐ সময় দুই বিলিয়ন মানুষ অনুন্নত হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' সংস্থার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'X' সংস্থাটি আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। অনুরূপভাবে বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। বেসরকারি সংস্থা একাধিক সূত্র থেকে তহবিল পেয়ে থাকে যা উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা 'X' সংস্থাটিও একাধিক সূত্র থেকে তহবিল পেয়ে থাকে। এছাড়া 'X' সংস্থাটি সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত, যা বেসরকারি সংস্থাকে নির্দেশ করে। কেননা বেসরকারি সংস্থাও রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স-১৯৭৮ সালের আওতায় সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত। সুতরাং বলা যায়, 'X' সংস্থার মধ্যে বেসরকারি সংস্থার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ঘ 'Y' সংস্থাটি হলো সরকারি সংস্থা। কেননা 'Y' সংস্থাটির স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা ভিন্ন ধরনের যা সরকারি সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া 'Y' সংস্থাটি আইনগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে, যা সরকারি সংস্থাকে নির্দেশ করে। বৃহৎ পরিসরে কর্ম এলাকা বিদ্যমান। সীমিত সেবা এবং সব এলাকার জন্য কর্মসূচি। কঠোর ও ক্রমোসোপান আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। উপকারভোগীদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার অভাব। পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রেষণার অভাব। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন এবং বৈদেশিক সাহায্য। সাধারণ জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা।

তাই বলা যায়, ছকে 'Y' সংস্থা বলতে যে সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে তা সরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করে এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তা অন্য যেকোনো সংস্থা থেকে ভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ২ রিমা আহমেদ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম দেখাশুনা করেন। তার হাত থেকে ঋণ নিয়ে অনেক দরিদ্র পরিবার এখন স্বাবলম্বী এবং স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সন্তান জন্মদানের সময় পরবর্তীতে সুস্থ আছেন অনেক মা। ◀ *শিখনফল-২ ও ৪*

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. রিমা আহমেদের কার্যক্রম এনজিও আশার কার্যক্রমের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এনজিও আশার কার্যক্রমের মতো অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। A

খ নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে। নারীর ক্ষমতায়নের মূল বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। একজন নারী যখন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হন, তখন তিনি পারিবারিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারেন। এতে একদিকে যেমন নারীর ওপর নিপীড়নের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, অন্যদিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল হয়। নারীরা

আর্থিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলে, তা দেশের মাথাপিছু আয়সহ প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। A

গ উদ্দীপকের রিমা আহমেদ একটি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য বেসরকারি সংস্থা বা NGO হচ্ছে আশা।

বাংলাদেশের দরিদ্র, অক্ষম, অসহায়, দুস্থ ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসব বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা কাজ করে তার মধ্যে আশা অন্যতম। সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সহায়তার লক্ষ্যে উক্ত এনজিও ভূমিকা রাখছে। সংস্থাটি দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ঋণদান, ক্ষুদ্র কৃষি, নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে থাকে। বর্তমানে আশা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র নারীদের অবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এছাড়া সদস্যদের সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ, ইনস্যুরেন্স ও চিকিৎসা অনুদান কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে উক্ত এনজিওটি। যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের রিমা আহমেদ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। যে প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে অনেক দরিদ্র পরিবার এখন স্বাবলম্বী। উদ্দীপকে উল্লিখিত এ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশাও নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের রিমা আহমেদের কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বাংলাদেশে আরো অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলো উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহকরণ, বীজ ও সারের ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা, বীজ বিতরণ, উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল কর্মকাণ্ড আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থাগুলো দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে, যা আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঋণদান কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের দরিদ্রতা দূর করতে সক্ষম হচ্ছে। সংস্থাগুলো নারীদের সংগঠিত করে তাদের আইনগত অধিকার, পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সক্রিয় করে তোলে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা, অবদান ও সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এর ফলে দেশের সাধারণ জনগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে এ ধরনের সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায়, বেসরকারি সংস্থাগুলো দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এসকল কর্মকাণ্ড দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶৩ ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশে দুর্ভিক্ষের আঘাতে বিজয়ের উল্লাস থেমে যাচ্ছিল। দুর্ভিক্ষের কারণে শুরু হয় খাদ্য সংকট। এবার এ সংকট থেকে উত্তরণে সরকারি উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ১৯৭৫ সালে পরিচালিত হয় আরেক আন্দোলন। যে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. কুমিল্লা সমবায় সমিতি কত সালে চালু হয়? ১

খ. বার্ড (BARD) কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শেষে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে সেটির উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. পল্লি এলাকার আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে উক্ত আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুমিল্লা সমবায় সমিতি ১৯৬০ সালে চালু হয়।

খ বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো বার্ড (BARD)।

পল্লি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় পল্লি উন্নয়ন একাডেমি স্থাপন করেন। এ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন কুমিল্লা মডেলের রূপকার বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ সংস্থা 'বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (BARD)' নামে পরিচিত হয়।

গ উদ্দীপকের শেষে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তা হলো স্বনির্ভর আন্দোলন। কেননা পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে জানা যায়, স্বনির্ভর আন্দোলন গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত একটি প্রয়াস।

স্বনির্ভর কথাটির অর্থ হলো নিজের ওপর নির্ভরশীলতা। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে প্রথমে স্বনির্ভর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই উদ্দেশ্য ছাড়াও এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্থানীয় সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো। যা উদ্দীপকের শেষের আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ পল্লি এলাকার আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে স্বনির্ভর আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি বিদ্যমান। তাই প্রতিবছর ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়। ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাই স্বনির্ভর আন্দোলনের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। স্বনির্ভর আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে স্বনির্ভর আন্দোলন আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। দেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু এবং

কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই স্বনির্ভর আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের কর্মশালা করতে পারলে সামাজিক গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর হবে এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বাংলাদেশের বিশেষ করে গ্রামীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো খুব দুর্বল। এমতাবস্থায় স্বনির্ভর আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বেচ্ছাশ্রম দ্বারা রাস্তাঘাট তৈরিতে স্বনির্ভর আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১.৩৭% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের জন্য খুবই ভয়াবহ সংকেত। তাই স্বনির্ভর আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদার করা যেতে পারে।

এভাবে স্বনির্ভর আন্দোলন পল্লি এলাকার আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪

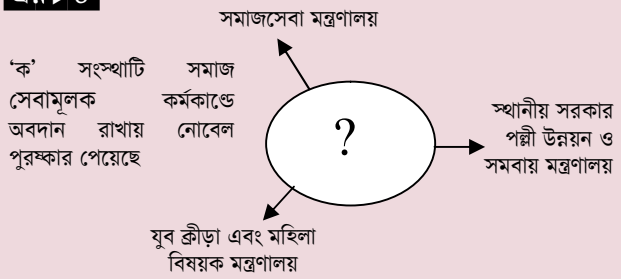

◀ শিখনফল: ৪ ও ৫

ক. বাংলাদেশে কয় ধরনের NGO কর্মরত আছে? ১

খ. সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' যে ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা ঐ ধরনের সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' এর '?' কোন ধরনের সংস্থা সনাক্ত কর এবং দুই ধরনের সংস্থার কাজের সমন্বয় ঘটলে সমাজ কতটা উপকৃত হবে বলে তুমি মনে কর? তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে পাঁচ ধরনের NGO কর্মরত আছে।

খ সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক সচেতনতা।

কোনো দেশ বা জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে যদি সমাজের মানুষের মাঝে সচেতনতা না তাকে তাহলে সকল উন্নয়নই বৃথা। যে সমাজের মানুষ বেশি সচেতন, সে সমাজ তত বেশি দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। সচেতনতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গ 'ক' হলো একটি বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা। এরূপ সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। তাই ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা খুবই ইতিবাচক। তারা জনসংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশ প্রতিনিয়ত খরা, ঝড় জলোচ্ছ্বাস, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এক্ষেত্রে সরকার একা এসব সংকট মোকাবিলা করতে পারে না। এ অবস্থায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধার কাজে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও অনেক বেসরকারি সংস্থা বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ 'খ' এর '?' হলো সরকারি সংস্থা। যে কোনো কাজে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কাজের সমন্বয় ঘটলে সমাজ অনেক উপকৃত হবে হবে বলে আমি মনে করি।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার সম্পর্কের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দমূলক ও আস্থাশীল সম্পর্ক স্থাপন করা অপরিহার্য। সরকার জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমস্যার সমাধান ও দেশব্যাপী তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করে। অপরদিকে, বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারের জাতীয় নীতির আলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বেসরকারি সংস্থা স্থানীয় জনগণের চাহিদা চিহ্নিত করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারি সংস্থা এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় প্রধান নীতি কৌশল, আর্থিক ভিত্তি, বড় অবকাঠামোগত বিনিয়োগে প্রযুক্তিগত সহায়তা গড়ে তুলতে পারে।

এ দুই ধরনের সংস্থায় কাজের সমন্বয়ের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, শিষ্টাচার হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানসহ কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়ন হবে এবং প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ মোকাবিলা করা সহজতর হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান যেকোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব।